কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...2... ......

নির্যাতন ও বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে

শিক্ষা কর্মকর্তার বিচার চান স্ত্রী

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

'আমার স্বামী আমার সঙ্গে যে অন্যায় করেছে, এর কি বিচার পাব না? ক্ষমতাবান বলে
কি আমার স্বামীর কোনো বিচার হবে না?' স্বামী ড. সুমন কুমার পাণ্ডের বিরুদ্ধে
শারীরিক নির্যাতন, বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে ও বিভিন্ন হুমকির অভিযোগ তুলে
সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন অনামিকা চক্রবর্তী।
বাবা রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সকালে মানিকগঞ্জ প্রেস
ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন অনামিকা। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০০১ সালে
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের উপপরিচালক ড. সুমন
পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় সুমন ছিলেন মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। পরে
সুমনের পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত পড়ালেখার খরচ জোগান অনামিকার বাবা।
লেখাপড়া শেষে সুমন চাকরি করেন বিভিন্ন কলেজে। সর্বশেষ নিয়োগ পান ওই ট্রাস্টের
উপপরিচালক পদে। সন্তান না হওয়ায় সুমন-অনামিকার সম্পর্কের অবনতি হয়।
ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা যায়, সুমনের কারণেই তাঁদের সন্তান হচ্ছে না। কিন্তু এটি মানতে
নারাজ সুমন। এ নিয়ে সুমন বিভিন্ন সময় অনামিকাকে মারধর করেন। গত ২ নভেম্বর
অনামিকাকে প্রচণ্ড মারধর করে ঢাকার বাসা থেকে বের করে দেন। এর কয়েক দিন
পর সুমন আরেকটি বিয়ে করেন। অনামিকা বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি শিক্ষাসচিব ও
কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালকের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পাননি। বাধ্য হয়ে
গত ১৮ নভেম্বর মানিকগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে একটি এবং বিনা
অনুমতিতে বিয়ে করার জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা করেন। কিন্তু
সুমন এখন মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছেন।
সংবাদ সম্মেলনে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী শিক্ষকতা করেন।
একমাত্র সন্তান অনামিকার সুখের কথা চিন্তা করে বিয়ের সময় ১০ ভরি স্বর্ণালংকারসহ
প্রায় দুই লাখ টাকা দিয়েছিলেন জামাইকে। পরে জামাইয়ের লেখাপড়া ও বেকার থাকার
কারণে সংসারের সব খরচও চালিয়েছেন। ঢাকায় একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যাংকের
মাধ্যমে প্রায় ১২ লাখ টাকা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর সুমন অবৈধভাবে
মোটা অঙ্কের টাকার মালিক হন। তাই সুমন অনামিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না।
রমেন্দ্রনাথ সুমনের বিচার দাবি করেন। মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে সুমন
কুমার পাণ্ডে সব অভিযোগ অস্বীকার করেন।